United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Japan
Funds-in-Trust

wk¶v I M‡elYv Bbw÷wUDU
XvKv wekwe`¨vjq

শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার

শিক্ষাক্রম ও উপকরণ

এডভোকেসি গাইড

2

শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার

এডভোকেসি গাইড ২

শিক্ষাক্রম ও উপকরণ

রচনা ও অভিযোজনে

ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান

সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইকবাল হোসেন

উপদেষ্টা, কোয়ালিটি প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোঃ মুরশীদ আকতার

গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

wk¶v I M‡elYv Bbw÷wUDU
XvKv wekwe`¨vjq

ইউনেস্কো ঢাকা এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অভিযোজিত ও প্রকাশিত

ইউনেস্কো ঢাকা
বাড়ি নং ১২২, সড়ক নং ১, ব্লক এফ, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ই মেইল: dhaka@unesco.org
ফোন: +৮৮০২-৯৮৭৩২১০, ৯৮৬২০৭৩, ৯৮৭১৬৯৫, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯৮৭১১৫০

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০২-৯৬৬১৯২০-৭৩ (এক্সট: ৮২০০)

স্বত্ব: ইউনেস্কো, ২০১৫, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৩০৯-৮ (মুদ্রিত সংস্করণ)
৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৩১০-৪ (ইলেকট্রনিক সংস্করণ)

এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত যেকোনো অংশের উল্লেখ এবং সমগ্র প্রকাশনাটিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা কোনো দেশ, অঞ্চল, শহর বা তার কর্তৃত্বাধীন এলাকা বা তার সীমানা বা সীমান্ত অঞ্চলের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে ইউনেস্কোর কোনো অভিমত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

এই এডভোকেসি গাইডে ব্যবহৃত বিভিন্ন মতামত ও তথ্যের উল্লেখ এবং ব্যবহার সংশ্লিষ্ট লেখক ও পরামর্শকদের। গাইডে ব্যবহার করা উক্তি বা মন্তব্য ইউনেস্কোর অভিমত নয় বা উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি এই প্রতিষ্ঠান অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়।

ইউনেস্কো ঢাকা এই গাইডে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর ব্যাপক প্রসারে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে এই প্রকাশনা এবং অন্যান্য প্রকাশনার পুনর্মুদ্রণ এবং প্রকাশনা অবলম্বনে অন্য কিছু রচনা করার উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। আরও তথ্যের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: dhaka@unesco.org

মূল এডভোকেসি গাইড সম্পর্কিত তথ্য:
ইয়ান কাপলান ও ইনগ্রিড লুইস রচিত এবং ইউনেস্কো ব্যাঙ্কক কর্তৃক প্রকাশিত
স্বত্ব: ইউনেস্কো ২০১৩ (সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)
মূল গাইড বাংলা অনুবাদ: তালাৎ মাহমুদ, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন
মূল গাইডের আইএসবিএন: ৯৭৮-৯২-৯২২৩-৪৩৭-৯ (মুদ্রিত সংস্করণ)
৯৭৮-৯২-৯২২৩-৪৩৮-৬ (ইলেকট্রনিক সংস্করণ)

অভিযোজিত বাংলা গাইড সম্পর্কিত তথ্য (ইংরেজীতে):
Shikkhok Prossikhon e Ekivuto Shikkhar Proshar: Advocacy Guide
Written By: Dr. M. Tariq Ahsan, Iqbal Hossain & Md. Murshid Akther
Adapted & Published By: UNESCO Dhaka & IER, Dhaka University
Coppyright: UNESCO-Dhaka, 2015

ISBN: 978-984-33-9309-8 (Print)
978-984-33-9310-4 (Electronic)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

অধ্যাপক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরামর্শ সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীঃ

১. মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২. মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
৩. অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. নুজহাত ইয়াসমিন, উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
৫. শাহনাজ পারভীন, উপ পরিচালক, ইনক্লুসিভ এডুকেশন সেল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৬. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৭. শামসুন নাহার, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
৮. মোঃ মুজিবুর রহমান, শিক্ষা অফিসার, ইনক্লুসিভ এডুকেশন সেল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৯. মোঃ মাহফুজুল ইসলাম জুয়েল, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১০. এ কে এম মনিরুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
১১. ডা. গোলাম মোস্তফা, উপদেষ্টা, ইসিডি, আগা খান ফাউন্ডেশন
১২. লিমিয়া দেওয়ান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ব্র্যাক
১৩. ডিপ্লোমা বনোয়ারী, সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট, ব্র্যাক
১৪. তালাৎ মাহমুদ, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, সেভ দ্যা চিলড্রেন
১৫. মোঃ শহিদুল ইসলাম, টিম লিডার, শিক্ষা, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন
১৬. মোঃ মিজানুর রহমান আখন্দ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গণসাক্ষরতা অভিযান
১৭. শিরীন আক্তার, প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনেস্কো, ঢাকা

প্রকল্প সহযোগীঃ

সৈয়দ মোঃ সিয়াম, প্রকল্প সমন্বয়ক, এশিয়ান সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ এডুকেশন (এসিআইই), ঢাকা

মুখবন্ধ

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের সকল শিশুর অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে যাতে একটি শিশুও কোনোভাবে শিক্ষা থেকে বাদ না পড়ে। অনেক সময় অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কারণে সব শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। সকল শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করাই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট নয় বরং মানসম্মত শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন, নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষাবর্ষ সম্পন্নকরণ, সাফল্যের সাথে পরবর্তী শ্রেণি/স্তরে উন্নীত ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারলেই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে শিশুরা একদিকে সমাজের বোঝা হয়ে ভবিষ্যতে বঞ্চনা ও নিগ্রহের শিকার হবে; অন্যদিকে সরকারের অঙ্গীকার পূরণ না হওয়ারও ব্যর্থতা হিসেবে পরিগণিত হবে। এজন্য সরকারের অন্যান্য সাফল্যের সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতার জন্য 'একীভূত শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে একীভূত শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে ইউনেস্কো এই কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তা বাস্তবায়ন এবং প্রসারের জন্য এই গাইডগুলো অভিযোজনের জন্য সহযোগিতা দিয়েছে।

মূলত ইউনেস্কো ব্যাঙ্কক একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে পাঁচটি বইয়ের ধারবাবাহিক এডভোকেসি নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে। সেই পাঁচটি বইয়ের বিষয়বস্তুকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইউনেস্কো ব্যাঙ্কক কর্তৃক প্রকাশিত পাঁচটি বইয়ের বিষয়বস্তুকে তারা ভাষান্তর ও অভিযোজন করে তিনটি বই প্রণয়ন করেছে। এগুলো হলো ১. নীতি, ২. শিক্ষাক্রম ও উপকরণ এবং ৩. শিখন-শেখানো পদ্ধতি। এই অভিযোজিত নির্দেশনাগুলো 'একীভূত' শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী।

জাতীয় স্বার্থে 'একীভূত শিক্ষা'র মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের অভিযোজিত নির্দেশনাগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ রচনা, ভাষান্তর ও অভিযোজন করেছেন। শ্রমনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ এই কাজের জন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিচি ওয়েসু
প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, শিক্ষা
ইউনেস্কো ঢাকা।

প্রসঙ্গকথা

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা একীভূত শিক্ষার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার্থীর খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয় না, বরং শিক্ষার্থীর চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে পরিবর্তন সাধন করা হয়। কাজেই একীভূত শিক্ষা একটি ধারণাগত পরিবর্তনের বিষয় যা মানুষের কর্ম বা আচরণ দ্বারা চর্চা করতে হয়। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যে ব্যক্তিটি তিনি হলেন শিক্ষক। আর এ ধারণাগত পরিবর্তন আসতে হলে বিষয়সংশ্লিষ্ট এডভোকেসির কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষকদেরকে একীভূত শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হলে প্রশিক্ষণকালীন সময়টি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। হতে পারে সেটি প্রাক-চাকুরিকালীন বা চাকুরিকালীন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ। এ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে ইউনেস্কো ঢাকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি এডভোকেসি গাইড সিরিজ অভিযোজনের দায়িত্ব প্রদান করে। পাঁচ (৫) খন্ড বিশিষ্ট মূল এডভোকোসি গাইড সিরিজটি ইউনেস্কো ব্যাঙ্কক কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এডভোকেসি গাইড সিরিজের রচনা ও অভিযোজনের অংশ হিসেবে এ দেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষক প্রশিক্ষণে নীতি, শিক্ষাক্রম ও উপকরণ এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনটি (৩) ভিন্ন খন্ডে সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ ও এডভোকেসি বার্তা রচনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই এডভোকেসি গাইডসমূহ বিভিন্ন স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার জন্য এডভোকেসি করার কৌশল নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই এডভোকেসি গাইড সিরিজ অভিযোজনে সকল অংশীজন এবং মূল রচনাকারী দলকে তাদের মূল্যবান সময় ও মেধা ব্যবহারের মাধ্যমে এই এডভোকেসি গাইড সিরিজটি সমৃদ্ধ করায় বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। একইসাথে ইউনেস্কো ঢাকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একীভূত শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ এডভোকেসি গাইড সিরিজটির অভিযোজনের সুযোগ প্রদানের জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। আমরা মনে করি এডভোকেসি গাইড সিরিজটির মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন স্তরে একীভূত শিক্ষার জন্য সফলভাবে এডভোকেসি করার কৌশলসমূহ প্রয়োগ করা গেলে তবেই আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হবে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

মুখবন্ধ iv

প্রসঙ্গকথা v

অবতরণিকা ১

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও উপকরণে একীভূত শিক্ষার প্রসার ৪

শিক্ষাক্রম বলতে আমরা কী বুঝি? ৪

শিক্ষক প্রশিক্ষণে শিক্ষাক্রম কেন এডভোকেসির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? ৪

শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ বলতে আমরা কী বুঝি? ৫

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণের মধ্যে সম্পর্ক কী? ৫

কেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ এডভোকেসি বিষয়? ৫

বাংলাদেশে বিদ্যমান একীভূত শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৬

চ্যালেঞ্জ ১:"শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি অপ্রতুল ও বিচ্ছিন্ন উপস্থিতি" ৭

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৭

এডভোকেসি বার্তা ৮

চ্যালেঞ্জ ২:"শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি মেডিকেল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা" ৯

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৯

এডভোকেসি বার্তা ৯

চ্যালেঞ্জ ৩: "অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক বিষয়ের আধিক্য এবং শিক্ষাক্রমের কাঠামো সনাতনী শিক্ষককেন্দ্রিক, একমুখি ও মুখস্থ নির্ভর শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে" ১০

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১০

এডভোকেসি বার্তা ১৪

চ্যালেঞ্জ ৪: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের অধীন প্র্যাক্টিকাম কার্যক্রমে একীভূত শিক্ষা দর্শন ও অনুশীলন সংক্রান্ত তথ্য ও নির্দেশনার অভাব এবং এ কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের অভাব" ১২

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১২
এডভোকেসি বার্তা ১৫

চ্যালেঞ্জ ৫: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষার ধারণাকে বিবেচনায় রেখে উপকরণের প্রস্তুতি ও ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশনা অনুপস্থিত" ১৫
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১৫
এডভোকেসি বার্তা ১৬

চ্যালেঞ্জ ৬: "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের পেশাগত মত বিনিময়ের সুযোগ প্রদান করে না" ১৭
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১৭
এডভোকেসি বার্তা ১৮

চ্যালেঞ্জ ৭: "অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি লিখিত পরীক্ষা নির্ভর সামষ্টিক মূল্যায়নকে চর্চা করে যা প্রশিক্ষণার্থীদের শিখনের সার্বিক মূল্যায়নে অসামর্থ্য" ১৮
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১৮
এডভোকেসি বার্ত ১৯

চ্যালেঞ্জ ৮: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষকগণের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব এবং এ কার্যক্রমে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষাণার্থীর তুলনায় প্রশিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অর্থ বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা" ১৯
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১৯
এডভোকেসি বার্তা ২০

চ্যালেঞ্জ ৯: শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চলমান শিক্ষক-শিখন কার্যক্রমকে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসক (উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ইন্সট্রাক্টর) এবং প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন না ২১
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ২১
এডভোকেসি বার্তা ২১

পরিশিষ্ট ২২
তথ্যপঞ্জি ২৭

অবতরণিকা

'শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার' তিনটি এডভোকেসি গাইডের একটি সিরিজ। এই তিনটি গাইডে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো হলো: 'নীতি', 'শিক্ষাক্রম ও উপকরণ' এবং 'শিখন-শেখানো পদ্ধতি'। এই গাইডগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এডভোকেসি কৌশল ও নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এই গাইড সিরিজটিতে প্রাক-চাকুরি ও চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার ধারণা সন্নিবেশ করার সুফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ।

এডভোকেসি গাইড ১: 'নীতি' - এ গাইডটিতে একীভূত শিক্ষার বর্তমান নীতিমালা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে (যেমন মন্ত্রণালয়, শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল পর্যায়ে) নীতিমালার অসামঞ্জস্যতা, অপরিপূর্ণতা এবং অনুপস্থিতি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে এডভোকেসির মাধ্যমে পরিবর্তন/সংযোজনের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই গাইডটির মাধ্যমে নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের একীভূত শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য এডভোকেসি করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

এডভোকেসি গাইড ২: 'শিক্ষাক্রম ও উপকরণ' - এ গাইডটিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম ও উপকরণের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে বিষয় দুটোকে একীভূত শিক্ষার প্রেক্ষাপটে সমন্বিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গাইডটিতে একীভূত শিক্ষার আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম ও উপকরণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে এডভোকেসির মাধ্যমে পরিবর্তন/সংযোজনের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এই গাইডটির মাধ্যমে নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও উপকরণে একীভূত শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

এডভোকেসি গাইড ৩: 'শিখন-শেখানো পদ্ধতি' একীভূত শিক্ষাক্রম ও একীভূত শিখন-শেখানো পদ্ধতি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অপরটির প্রতি নির্ভরশীল। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামো প্রতিফলিত হয়। সুতরাং একীভূত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামো একীভূত করার নির্দেশনা থাকে যার সাথে একীভূত শিখন-শেখানো পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট। গাইডটিতে একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি সম্পর্কে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে এডভোকেসির মাধ্যমে পরিবর্তন/সংযোজনের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এই গাইডটির মাধ্যমে নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিখন শেখানো পদ্ধতিতে একীভূত শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

এডভোকেসি গাইড প্রণয়নে যে সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রথমেই গাইডের বিষয়বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করে একীভূত শিক্ষার সংগে এর সংযোগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।
- পরবর্তী সময় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এডভোকেসিতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যেন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও প্রশ্ন সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- নির্ধারিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট এডভোকেসি বার্তা উন্নয়নে এবং এডভোকেসি কৌশল প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এডভোকেসি কৌশল বাস্তবায়নে কোনো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সূচকের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- সবশেষে এডভোকেসি বার্তার সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের সংগে সংগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক বার্তার জন্য সম্ভাব্য লক্ষ্যদল কারা তারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়া প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কিছু কেস স্টাডি সংযোজন করা হয়েছে এবং পাঠকদের নিজেদের প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান চালিয়ে স্থানীয় কেস স্টাডি সংগ্রহ ও এডভোকেসি বার্তার স্বপক্ষে সেগুলো ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

একীভূত শিক্ষা কী ও কেন প্রয়োজন?

একীভূত শিক্ষা একটি চলমান শিক্ষা সংস্কার প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান সব ধরনের বৈষম্য দূর করে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামর্থ্য, স্বাতন্ত্র্য এবং প্রত্যাশা পূরণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়। এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, শারীরিক ও অন্যান্য প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে সকল শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণ করা যায়। একীভূত শিক্ষা দর্শন বিশ্বাস করে যে, সব শিক্ষার্থীই আলাদা, সব শিক্ষার্থীই শিখতে পারে এবং এই ভিন্নতা কোনো দুর্বলতা নয় বরং এই বৈচিত্র্যই মানব জাতির সবলতা। কাজেই একীভূত শিক্ষা শিক্ষার্থীকে নয় বরং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট। আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, তত্ত্বীয়, কারিগরি এবং সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিস্কুল থেকে শুরুকরে উচ্চ শিক্ষা ও জীবনব্যাপী/বয়স্ক শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের প্রবেশগম্যতায়, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে, শিখনে সক্ষমতা অর্জনে বাঁধা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করাই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট নয় বরং শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন, নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষাবর্ষ সম্পন্নকরণ, সাফল্যের সাথে পরবর্তী শ্রেণি/স্তরে উন্নীতকরণ নিশ্চিত করতে পারলেই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীরা যে সকল কারণে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না তার মধ্যে প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার বৈষম্য, নৃগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট ভাষাগত সামাজিক বৈষম্য, ভৌগলিক দুর্গমতা এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ কারণে এই সব লক্ষ্যদলকে একীভূত শিক্ষা প্রক্রিয়ার আওতায় এনে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

এডভোকেসি কী?

এডভোকেসি হচ্ছে কতগুলো সুসংগঠিত কার্যক্রমের সমন্বয় যার মাধ্যমে সরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিখাতের সংস্থার নীতি কৌশল ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়।

এডভোকেসির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- এডভোকেসি পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট
- এডভোকেসি হচ্ছে যাদেরকে প্রভাবিত করতে চাই তাদেরকে গঠনমূলকভাবে সম্পৃক্ত করা
- এডভোকেসি হচ্ছে প্রমাণ নির্ভর
- এডভোকেসি অংশীদারিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত

কাদের জন্য এই এডভোকেসি গাইড?

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার প্রাক-চাকুরি ও চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এডভোকেসি করতে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জন্য এই গাইড সিরিজ ব্যবহার করা যেতে পরে, যেমন:

- **নীতি নির্ধারকগণ-** যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সংস্কারে সরকারি পর্যায়ে এডভোকেসি করতে আগ্রহী; শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণাকে বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী এবং প্রচলিত কাজের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এডভোকেসি করতে চান।

- **শিক্ষক প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ** - যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতি পরিবর্তনে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সংস্কার করতে সরকারের সাথে এডভোকেসি করতে আগ্রহী এবং যাঁরা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করে তাদেরকে এডভোকেসি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে চান।

- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ** - যাঁরা শিক্ষক প্রশিক্ষণে পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান ও প্রশিক্ষকগণকে প্রভাবিত করেন এবং যারা সরকারি নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য এডভোকেসি করতে চান।

- **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং তার কর্মীবৃন্দ-** যাঁরা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংস্কারের জন্য সরকারের সাথে সরাসরি এডভোকেসি করতে আগ্রহী।

- **শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণ** - যাঁরা প্রাক-চাকুরি ও চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করতে চান এবং যারা একীভূত বিদ্যালয়ের জন্য নিজেদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুতকরতে আগ্রহী।

- **শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ-** যাঁরা তাদের শিক্ষা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের পথ হিসেবে একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিতে চান।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও উপকরণে একীভূত শিক্ষার প্রসার

'শিক্ষাক্রম ও উপকরণ' সম্পর্কিত এই এডভোকেসি গাইডটি শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার সংক্রান্ত প্রকাশিত তিনটি ধারাবাহিক গাইডের একটি। এই গাইডটি এককভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, আবার অন্য গাইডগুলোর সঙ্গে একত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্য দুটি গাইড হলো: 'নীতি' এবং 'শিখন-শেখানো পদ্ধতি'।

এই গাইড বা নির্দেশিকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রমের চ্যালেঞ্জ ও বাঁধা তুলে ধরা হয়েছে। এতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের জন্য রয়েছে নীতি-কৌশল ও সমাধান যাতে করে একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের অভিযোজন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার মাধ্যমে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে এডভোকেসি করার কৌশল সম্পর্কে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রমের সাথে উপকরণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সে আঙ্গিকে শিক্ষাক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণ বিষয়ে আলোচনা এই গাইডটির অন্যতম লক্ষ্য।

শিক্ষাক্রম বলতে কী বুঝি?

এই এডভোকেসি নির্দেশিকাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে নয় বরং শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রমের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম হলো এমন একটি মাধ্যম, যার দ্বারা শিক্ষকের নেতৃত্বে শিখন অভিজ্ঞতার মাঝে সমন্বয় সাধন ও ধারাবাহিক বিন্যাস নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন করা যায়। এটি মূলত কী শিখতে হবে এবং কেন ও কীভাবে তা পরিচালিত হবে তা নির্দেশ করে। শিক্ষাক্রম সমাজ, রাজনীতি ও বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে, কাজেই একীভুত শিক্ষাক্রমের প্রসার একটি ন্যায়সঙ্গত ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

একীভূত শিক্ষাক্রমে এটি নিশ্চিত করা দরকার যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে বিদ্যমান বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে এবং শিক্ষাক্রমটিতে একীভূত শিক্ষার্থীকেন্দ্রীক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণে নমনীয়তা অবলম্বন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি যাতে একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মতামতকে যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয় (উদাহরণস্বরূপ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বাবা-মা, অভিভাবক, প্রতিবন্ধী ও সুস্থ, ভাষাগত সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু, গ্রাম ও শহরের বাসিন্দা, ইত্যাদি) সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে শিক্ষাক্রম কেন এডভোকেসির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?

শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনুসৃত শিক্ষাক্রমটি দ্বারা শিক্ষকদের আচরণ, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়। একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রসার নিশ্চিত করতে হলে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষকরা যেন তাঁদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমে একীভূত পন্থা অনুসরণ ও চর্চা করেন। অনেক দেশেই, প্রাক-চাকুরি ও চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষকদের দক্ষতা ও জ্ঞানের উন্নয়নের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার জন্য অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হয়। যে সকল শিক্ষক প্রাক-চাকুরি পর্যায়ে একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ লাভ করেননি তাদের

জন্য চলমান পেশাগত উন্নয়ন সহায়তা সবসময়ই প্রয়োজন হবে। তবে, একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রাক-চাকুরি ও চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। একই সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ যাতে একীভূত শিক্ষার কৌশল প্রয়োগের উপযোগী হয় সে বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা জরুরি। যে শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে তৈরি করছে তা যদি তাঁদের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত যথেষ্ট নমনীয় না হয় এবং পারিপার্শ্বিক চাহিদা পূরণে সুযোগ সৃষ্টি না করে তবে তা একীভূত শিক্ষার উপযোগী শিক্ষাক্রম নয়। কাজেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমকে একীভূত শিক্ষা বান্ধব হিসেবে তৈরি করলে শিক্ষাক্রমটির চর্চাই একীভূত শিক্ষার জন্য একটি এডভোকেসি কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ বলতে আমরা কী বুঝি?

শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করতে সহায়তা করেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ নানা রকমের হয়ে থাকে, যেমন :

- পাঠ্য বই
- ওয়ার্কবুক, হ্যান্ড নোট, চেকলিস্ট
- রেফারেন্স উপকরণ
- পোস্টার ও অন্যান্য প্রদর্শনী উপকরণ
- মডেল, চিত্র ও অন্যান্য স্পর্শযোগ্য উপকরণ
- ভিডিও এবং অডিও উপকরণ
- কম্পিউটার সফটওয়্যার ইত্যাদি

শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণের মধ্যে সম্পর্ক কী?

শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ এমন হওয়া উচিত যা শিক্ষাক্রমের পরিপূরক হবে এবং তা শিক্ষক প্রশিক্ষকদের পাঠ পরিচালনায় সাহায্য করবে। যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ পরিপূর্ণভাবে একইরকম বিষয় নয়। শিক্ষাক্রম হলো একটি সুসংঘটিত এবং ধারাবাহিক শিখন অভিজ্ঞতা পরিচালনার উপায়, যার উদ্দেশ্য হলো সুনির্দিষ্ট শিখন ফল অর্জনে সহায়তা করা। শিক্ষাক্রম মূলত কী শিখতে হবে এবং কেন ও কীভাবে শিখন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেয়। আর এই শিখন প্রক্রিয়া চর্চার মাধ্যমে শিখনফল অর্জনে সহায়তা করে শিক্ষা উপকরণ।

কেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ এডভোকেসি বিষয়?

যেকোনো শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষা উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা উপকরণ মূলত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে বিষয়ের অর্ন্তনিহিত বোধগম্যতা অর্জন এবং তার সঙ্গে বিষয়টির প্রয়োগযোগ্যতা, জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা প্রদান করার মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রাসঙ্গিক করতে সাহায্য করে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহকে শিক্ষার্থীবান্ধব, মানসম্মত, প্রাসঙ্গিক ও সহজবোধ্য হতে হবে। একীভূত শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের সংস্কার করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত উপকরণের চাহিদা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করা

দরকার। এই গাইডটিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একীভূত শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও উপকরণ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান একীভূত শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

একীভূত শিক্ষার জন্য শিক্ষকদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পর্যায়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবেষণায় (আহসান ও অন্যান্য, ২০১২,২০১৩; ফোরলিন, ২০০৮, ২০১০; শর্মা, ২০১১) দেখা গেছে প্রাক-চাকুরিকালীন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় যদি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে উদ্বিগ্নতা কমিয়ে আনা যায় এবং একীভূত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে যদি তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা যায় তবে তারা একীভূত শিক্ষা বিষয়ে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে তারা একীভূত বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অধিক সাফল্যের সাথে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এসকল গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, কোনো দেশের শিক্ষকদেরকে একীভূত শিক্ষার জন্য কার্যকরীভাবে প্রস্তুত করতে হলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটির যথাযথ উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে প্রাক-চাকুরিকালীন এবং চাকুরিকালীন উভয় প্রকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে। প্রাক-চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব এডুকেশন (সম্মান), দুই বছর মেয়াদি বি.এড কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমগুলো পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত ৫৬টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডিপি.এড) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে ডিপি.এড কার্যক্রমটি তাত্ত্বিকভাবে প্রাক-চাকুরিকালীন কার্যক্রম হলেও মূলত সরকারিভাবে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পর তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ডিপি.এড ডিগ্রিটি অর্জন করতে হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নেপ, নায়েম, টিটিসি এবং বেশ কয়েকটি প্রকল্পের (যেমন: টিকিউআই-সেপ, রস্ক, সেসিপ ইত্যাদির) মাধ্যমে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এসকল প্রাক-চাকুরিকালীন এবং চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে একীভূত শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার সুযোগ রয়েছে। এ কারণেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ এডভোকেসি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ২০১০ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১০) একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। উল্লেখ্য যে, এই নীতি বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিষয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে। উদ্বিগ্নতার কারণ হিসেবে শিক্ষানীতি ২০১০ এ দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সনাতন পদ্ধতির, মুখস্থ নির্ভর, অধিক মাত্রায় তাত্ত্বিক এবং সনাতনী মূল্যায়ন ব্যবস্থার ধারক হিসেবে মতামত প্রদান করেছে। বিদ্যমান কার্যক্রম প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রস্তুতিতে প্রকৃত অর্থে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে তা বুঝতে হলে শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। নিচের অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একীভূত শিক্ষার আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে আলোচনা এবং চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ১: " শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি অপ্রতুল ও বিচ্ছিন্ন উপস্থিতি"

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষক প্রশিক্ষণের মূল শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় শিক্ষকেরা প্রাক-চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই একীভূত শিক্ষা বিষয়ে জানতে পারে না। আবার যেসব শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তারাও এটিকে একটি পৃথক ও একক কোর্স/মড্যুল আকারে প্রদান করে এবং সেখানে 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষা' বা 'প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা' সম্পর্কিত বিষয়াবলি প্রাধান্য পায়। অনেক ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি একটি ঐচ্ছিক কোর্স/বিষয় হিসেবে পরিচালিত হয়। ফলে অনেক শিক্ষার্থীই এই কোর্সটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ প্রকাশ করে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাক-চাকুরিকালীন এবং চাকুরিকালীন উভয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি একটি আলাদা অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে একীভূত শিক্ষার ধারণা ও প্রায়োগিক দিক শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনানুসারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে একীভূত শিক্ষার ধারণাটি একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায় বা কার্যক্রম হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীর সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

উদাহরণ ক) সরকার কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত ডিপি.এড শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়টিকে একটি পৃথক অধ্যায় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোতে একীভূত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহের অপ্রতুলতা/ অনুপস্থিতি প্রতীয়মান হয়।

উদাহরণ খ) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব এডুকেশন (সম্মান) কার্যক্রমের শিক্ষাক্রমে ইন্ট্রোডাকশন টু এডুকেশন কোর্সে একটি ইউনিট হিসেবে একীভূত শিক্ষা বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমটির দৈর্ঘ্যের তুলনায় একীভূত শিক্ষা বিষয়ক তথ্যের উপস্থিতি অপ্রতুল।

উদাহরণ গ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত দুই বছর মেয়াদি বি.এড কোর্সের শিক্ষাক্রমে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের বিভিন্ন অংশে একীভূত শিক্ষা বিষয়ক তথ্যাবলি প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত হয়েছে।

আপনার নিজস্ব প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে একক কোনো কোর্স/মড্যুল আছে কি? এই সমস্ত কোর্সগুলো কীসের সমন্বয়ে গঠিত? কিংবা একীভূত শিক্ষার পন্থা কি সমস্ত কোর্স/মড্যুল এর বিভিন্ন অংশে প্রয়োজন অনুসারে সংযুক্ত করা আছে?
- একীভূত শিক্ষা বিষয়ক কোর্স/মড্যুলগুলো প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের গ্রহণ করা কি বাধ্যতামূলক?
- একীভূত শিক্ষার কোর্স/মড্যুলগুলো কি অন্যান্য কোর্সের মান/নম্বরের মতোই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সর্বমোট মান/নম্বরের সঙ্গে সমানভাবে যোগ হবে?

- আপনার দেশের প্রাক-চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার কতটুকু উপস্থাপিত হয়েছে? এবং চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের অবস্থা কী? প্রতিটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে কত সংখ্যক শিক্ষক/প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করেছে?
- একীভূত শিক্ষা বিষয়ক চাকুরিকালীন কার্যক্রমের কি কখনো মূল্যায়ন করা হয়েছে? উদাহরণস্বরূপ, আপনি কি জানেন কার্যক্রম শিক্ষকদের কাছে কতোটা ভালোভাবে গৃহীত হয়েছে, এবং শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে উন্নতির প্রকৃতি ও পরিমাণ কতটা? চাকুরি-পূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেই বা এটি কেমন?

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিষয় সংশ্লিষ্ট যে চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ :

চ্যালেঞ্জ ১: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি অপ্রতুল ও বিচ্ছিন্ন উপস্থিতি"। এই চ্যালেঞ্জসংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হলো :

এডভোকেসি বার্তা (ক): সকল পর্যায় ও স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে সমান গুরুত্ব সহকারে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি সংযোজন।

শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ একটি চলমান প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি) উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি স্তরের শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান, অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হিসেবে তৈরি করা জরুরি। এটি নিশ্চিত করা না গেলে শিক্ষার্থীরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তীর্ণ হলেও তাদের ঝরে পরার আশঙ্কা থেকে যায়।

এডভোকেসি বার্তা (খ): শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন অংশে একীভূত শিক্ষা দর্শন ও অনুশীলনের যৌক্তিক উপস্থাপন।

শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন সঙ্গতিপূর্ণ স্থানে একীভূত শিক্ষার দর্শন ও অনুশীলনের উপস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের বিষয়টি সম্পর্কে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির পাশাপাশি বিষয়টিকে তাদের নিয়মিত শিখন-শেখানো চর্চার অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে সহায়তা করে। একীভূত শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষাক্রমের একটি ভিন্ন অধ্যায় বা ইউনিট হিসেবে উপস্থাপিত হলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের বিষয়টি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে করে তারা মনে করতে পারে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য তাদের পৃথক প্রস্তুতি দরকার, যা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অংশ নয়। এজন্য একীভূত শিক্ষা বিষয়টিকে শিক্ষাক্রমে আলাদা অধ্যায় হিসেবে উপস্থাপিত না করে বিভিন্ন অংশে এর যৌক্তিক উপস্থাপনা প্রয়োজন।

এডভোকেসি বার্তা (গ): একীভূত শিখন বান্ধব শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারিভাবে তথা জাতীয়ভাবে শিক্ষাক্রমের একটি মান ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা।

বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষার ধারণাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হলে তা শিক্ষক প্রস্তুতির কার্যক্রমের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও ধারণাগত বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। এজন্য সরকারিভাবে তথা জাতীয়ভাবে শিক্ষাক্রমের এমন একটি মান ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা জরুরি যার

দ্বারা বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে একই ধরনের ধারণা অর্জন করতে এবং সমমানের প্রস্তুতি নিতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ২:" শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি মেডিকেল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা"

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক ইউনেস্কো ব্যাঙ্ককের সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে 'একীভূত শিক্ষা' বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কোনো কোনো দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের মধ্যে একীভূত শিক্ষা মানেই "বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু" কিংবা "বিকাশ প্রতিবন্ধী শিশু" সম্পর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যার ফলে মেডিকেল মডেলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের তৈরির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেডিকেল মডেল অনুযায়ী তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে অধিক পরিমাণে প্রতিবন্ধিতার ধরন, মাত্রা, চ্যালেঞ্জ, দুর্বলতা প্রভৃতি তথ্য অধিক পরিমাণে প্রদান করা হয়েছে। এজন্য শিক্ষকদের মাঝে একীভূত শিক্ষার ব্যাপারে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির পরিবর্তে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়:

উদাহরণ (ক): প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একীভূত শিক্ষা সেল কতৃর্ক পরিচালিত প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি ম্যানুয়ালে প্রতিবন্ধিতার ধরন, মাত্রা, দুর্বলতা বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকদেরকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শনাক্তকরণের জন্য মেডিকেল মডেল অনুসারে একটি স্ক্রিনিং টুল ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণ (খ): জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত দুই বছর মেয়াদি বি.এড কোর্সের শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধিতার ধরন, মাত্রা, দুর্বলতা নিয়ে কোন তথ্য উপস্থাপিত হয়নি। বরং বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্য শিশুদের একত্রে কী কী কৌশলে পাঠদান করা যেতে পারে সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে উদ্বিগ্নতা কমিয়ে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

আপনার নিজস্ব প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য নিচের প্রশ্ন করতে পারেন

- যে-সমস্ত কোর্স/মড্যুল 'একীভূত শিক্ষা' বিষয়ে আলোচনা করে সেগুলো কি 'একীভূত শিক্ষা'-র বিস্তৃত ধারণা ব্যাখ্যা করে? অথবা সেগুলো কি এখনো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধীদের উদ্দেশ্য করে প্রণীত কোর্স হিসেবেই রয়ে গেছে?

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিষয় সংশ্লিষ্ট যে চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ :

চ্যালেঞ্জ ২: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি মেডিকেল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা"। এই চ্যালেঞ্জসংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হলো:

এডভোকেসি বার্তা (ঘ): শিশুদের বিশেষ চাহিদাসমূহকে মানব বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে একটি একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত করা।

প্রতিটি শিশুই আলাদা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিভিন্ন চাহিদাও সেই শিশু বৈচিত্র্যেরই অংশ। সকল শিশুর এইসব বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রেখে শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করলে সেক্ষেত্রে সকল শিশুই উপকৃত হয়। শিশুদের বৈচিত্র্যকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে এভাবে উপস্থাপন করলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের বিষয় সম্পর্কে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আর যদি শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে শিশুদের বিশেষ চাহিদাকে শিশুর সীমাবদ্ধতা, শিখনে বাঁধার কারণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তবে তা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। কাজেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে শিশুদের বিশেষ চাহিদা সংক্রান্ত তথ্যাবলির যথার্থ উপস্থাপন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চ্যালেঞ্জ ৩: "অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক বিষয়ের আধিক্য এবং শিক্ষাক্রমের কাঠামো সনাতনী শিক্ষককেন্দ্রিক, একমুখী ও মুখস্থ নির্ভর শিখন শেখানো কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে"

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তত্ত্ব নির্ভর হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, একীভূত শিক্ষার ধারণাটি কেন 'বিশেষ শিক্ষা' ও অন্যান্য শিক্ষা থেকে আলাদা তা বুঝাতে গিয়ে বিষয়টির তাত্ত্বিক ধারণা অধিক গুরুত্ব পায়। তবে একীভূত শিক্ষা ধারণাটির বাস্তবে প্রয়োগের কৌশল উপস্থাপিত হলেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম সঠিকভাবে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের প্রস্তুত করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে শিক্ষাক্রম অধিকমাত্রায় তত্ত্বনির্ভর এবং সেগুলো খুব সামান্যই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেয়ার সুযোগ করে দেয় কিংবা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক ও সক্রিয় শিখনমূলক প্রক্রিয়ার অনুশীলন করার সুযোগ দেয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত প্রচলিত বিভিন্ন একাডেমিক কোর্স ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক বিভিন্ন উপাদান (বাস্তব অভিজ্ঞতা, সমস্যা সমাধান, হাতে কলমে শেখা, দলীয় ও একক কার্যক্রম, পারস্পরিক মতবিনিময় প্রভৃতি) থেকে শেখার সুযোগের অপ্রতুলতা প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাত্ত্বিক বিষয়ের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত প্রচলিত বিভিন্ন একাডেমিক কোর্স এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত আঠারো মাস (তিন সেমিস্টার) মেয়াদি ডিপি.এড প্রোগ্রামে ৬ মাস প্র্যাক্টিকাম করার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন মেয়াদি একাডেমিক প্রোগ্রামে প্র্যাক্টিকাম কার্যক্রমের অপ্রতুলতা প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোয় (টিটিসি) ব্যবহারিক চর্চা করার জন্য পরীক্ষণ বিদ্যালয় রয়েছে। সাম্প্রতিক এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের (আহসান ও অন্যান্য, ২০১৪) গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভৌত ও একাডেমিক পরিবেশ প্রবেশগম্য ও একীভূত শিখন বান্ধব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানে র‍্যাম্প অনুপস্থিত, টয়লেট ব্যবস্থা প্রতিবন্ধীবান্ধব নয় এবং খাবার পানির ব্যবস্থাও শিক্ষার্থীবান্ধব নয়। এসব প্রতিষ্ঠানে আওতাধীন পরীক্ষণ বিদ্যালয়সমূহে (যে বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ প্র্যাক্টিকাম করেন) একই রূপ অবস্থা বিদ্যমান। যেসব প্রতিষ্ঠানে এসে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ একটি আদর্শ একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে যাওয়ার কথা তার পরিস্থিতি এরূপ হলে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা উন্নয়নে বিরূপ প্রভাবের সম্ভাবনা থেকে যায়।

আপনার নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকেরা তাদের সময়ের কত অংশ বক্তৃতা প্রদান পদ্ধতি, একে অপরকে শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, কিংবা নমুনা ক্লাস বা প্রকৃত ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষাদান চর্চা করেন?
- শ্রেণিকক্ষ/বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক অংশগুলো কি শিক্ষাক্রমের অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক অংশ?
- অনুশীলন-নির্ভর শিখন কীভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং এটি কি তত্ত্ব-নির্ভর শিক্ষার মূল্যায়নের মত সমান গুরুত্ব পায়?
- প্রথাগত তত্ত্ব-নির্ভর শিখনের বিপরীতে শিক্ষাক্রমটি কতটা প্রতিফলনমূলক চর্চা এবং সমস্যা-সমাধানের দিকে গুরুত্ব দেয়?
- শিক্ষাক্রমটি কীভাবে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের মধ্যে সমস্যা-সমাধানের দক্ষতার বিকাশকে উৎসাহিত করে?

কম্বোডিয়ার উদাহরণ

প্রাক-চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক উপাদান সংযোজনে সৃজনশীল অংশীদারিত্ব

কম্বোডিয়ায় কামপোত নামক এলাকায় "এপিক আর্টস" নামে একটি এনজিও এবং একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মধ্যেকার একটি সহযোগিতামূলক কার্যক্রম প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্যে পরিচালিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দিয়েছে।

এপিক আর্টস স্থানীয় জনগণের জন্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক একটি নাটক মঞ্চস্থ করার পরে কলেজটি এনজিওর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। এরপর একজন ভিএসও স্বেচ্ছাসেবককে কলেজের উপ-পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং এপিক আর্টসের কর্মীরা তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অর্ধ দিবস কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। এই অভিজ্ঞতা তাদের শ্রেণিকক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের

পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি প্রশ্নমালা প্রশিক্ষণ-পূর্ব ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের উপলব্ধি থেকে জানা যায় যে, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগত সমস্যা তাদের আচরণগত চ্যালেঞ্জের (উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধান্বিত আচরণ) কারণে বেশি সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হয়। এছাড়াও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়েও তাদের নতুন নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়।

পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম বর্ষের সকল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করে ব্যবহারিক ও সৃজনশীল অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞতা লাভের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের ইশারা ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং এপিক আর্টস তাদের জন্য কলেজে সান্ধ্যকালীন পাঠ হিসেব একজন ইশারা ভাষার শিক্ষক নিয়োগ দিতে সম্মত হয়। এই কার্যক্রমের ফলস্বরূপ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে এবং পাঠদানের জন্য আত্মবিশ্বাসী হয়।

চ্যালেঞ্জ ৪: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের অধীন প্র্যাক্টিকাম কার্যক্রমে একীভূত শিক্ষা দর্শন ও অনুশীলন সংক্রান্ত তথ্য ও নির্দেশনার অভাব এবং এ কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত বিদ্যালয়সমূহে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের অভাব"

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া যদি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক না হয় এবং তা যদি শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে অনুসরণ করে তবে সেটি একীভূত শিক্ষার জন্য সহায়ক নয়। কেননা শিক্ষককেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ভিন্নমুখি চাহিদা মেটানোর মতো নমনীয় নয়, তাছাড়া এ পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর যেখানে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ করেন এবং শিক্ষার্থীরা তা পুনরাবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে মুখস্থ করে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষক সহায়তাকারী বা গাইডের ভূমিকায় থাকেন এবং শিক্ষার্থীরা পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে গাঠনিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখনকার্য সম্পাদন করে, যা একীভূত শিক্ষার জন্য সহায়ক।

বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণে পরিচালিত শিখন-শেখানো কৌশল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষককেন্দ্রিক, গতানুগতিক ও মুখস্থনির্ভর। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বিষয়টি নিয়ে নিম্নোক্ত উপায়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করা হয়েছে:

উদাহরণ (ক): "দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী, তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না" (জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১০, পৃ: ৫৬)।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে একীভূত শিক্ষা বান্ধব করতে হলে শিক্ষক প্রশিক্ষকগণের যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি গবেষণায় (আহসান, ২০১৩; আহসান ও অন্যান্য, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪) পরিলক্ষিত হয়েছে যে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অধিকাংশ প্রশিক্ষকগণের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই, যা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের মানসম্মত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অন্ত রায় হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের উদাহরণ

শিক্ষকদের একীভূত শ্রেণিকক্ষে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতির কৌশল হিসাবে সহযোগিতামূলক শিখন এর ব্যবহার: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাশ বাংলাদেশ এর একটি উদ্যোগ

বাংলাদেশে 'প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৫টি উপজেলার প্রতিটিতে নির্ধারিত ১০টি করে ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার মডেল বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো একীভূত শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। শিক্ষকগণ একীভূত শ্রেণিকক্ষে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতির কৌশল হিসেবে 'সহযোগিতামূলক শিখন' এর ব্যবহার বাস্তবে প্রয়োগ করার সুযোগ পচ্ছেন ।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ একীভূত শিক্ষার এ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের পরিকল্পনা ছিল, যে সকল শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে তাদের নিয়ে কাজ করা। এ লক্ষ্যে তারা একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে জাতীয় পরামর্শ কর্মশালা করেন। এ গবেষণায় দেখা যায়, একীভূত শিক্ষার ধারণাটি সবার নিকট স্পষ্ট নয়। আরও দেখা যায় শিক্ষকগণ নিজেরা উদ্যোগী নয়। তারা শিখন-শেখানোর অনেক কৌশল জানেন কিন্ত বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারছেন না, কারও প্রয়োগ করার ইচ্ছা থাকলেও তারা নানান কারণে করেন না। এর মধ্যে আরও যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয় সেগুলো হলো: শ্রেণিকক্ষে অধিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, সময় স্বল্পতা এবং শিক্ষক সানতন বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করায় তাকে পুরো সময় জুড়ে কথা বলতে হয়। ফলে তারা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কৌশলের প্রয়োগ করতে পারছেন না। এমনকি তারা বিভিন্ন উপকরণ ও কৌশল ব্যবহারের বিষয়ে জানা থাকা সত্ত্বেও তা প্রয়োগ করতে পারছেন না, শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও যা একটি বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এসকল গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং জাতীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শিক্ষকদেরকে একীভূত শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হলে প্রাথমিক পর্যায়ে দুটো বিষয়ের ওপরে জোর দেওয়া প্রয়োজন, এগুলো হলো: ১) শিক্ষকদের কাছে ধারণাকে পরিষ্কার করা এবং ২) শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কী করা যায় তা নিয়ে কাজ করা। শিক্ষক-প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের প্রেষণা প্রদান এবং বড় শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মাথায় রেখেই একীভূত শিক্ষার জন্য বিদ্যমান সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়।

এ লক্ষ্যে প্রথমেই শিক্ষকদের 'সহযোগিতামূলক শিখন' পদ্ধতিতে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকগণ সহজেই অধিক শিক্ষার্থীসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম হন। প্রথমে তাদেরকে সব বিষয়ে ক্লাস নেওয়ার জন্য সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতি শেখানো হয় যার মাধ্যমে দলীয় কাজ পরিচালনার জন্য জিগশ, ভিতর বাহির, থিংক পেয়ার শেয়ার, ৪-কর্নার এসব পদ্ধতির প্রয়োগ শেখানো হয়। এর প্রভাবও দেখা যায় জাদুর মতো, প্রথম প্রথম শিক্ষকদের ব্যবহারে একটু কষ্ট হলেও কিছুদিন যাবার পরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই এর প্রতি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে শিক্ষকের যেমন ক্লাসে কথা কম বলতে হচ্ছে ফলে শিক্ষক কম পরিশ্রান্ত হচ্ছেন; অন্যদিকে শিক্ষার্থীরাও পুরো ক্লাসজুড়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে

ব্যস্ত থাকতে পারছে; শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে পারছেন এবং শিক্ষার্থীরাও স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশসহ সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারছে। এখন দেখা যায় উভয় পক্ষই এ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, শিক্ষক 'জিগশ' বললেই শিক্ষার্থীরা যার যার দলের অবস্থানে চলে যাচ্ছে। ফলে শিখন-শেখানো পদ্ধতি এখন আরও কার্যকর ও আনন্দদায়ক হয়েছে। শিক্ষক এ পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা সব ধরনের শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর দিতে পারছেন, দলীয় কাজ বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থী নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল মেধার শিশুরা সবল মেধাবীদের সংস্পর্শে এসে ভালো করছে। এই পরিবর্তন বেশি দিনের নয়। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নেপ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনজিও-কে সাথে নিয়ে কার্যক্রমটি পরিচালনা করছে। এসকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে স্থানীয় শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে। ফলে সাধারণভাবে শিক্ষকদের মনে এই ধারণার জন্ম নিচ্ছে না যে, এটি প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নতুন কোনো পদ্ধতি। তারা অনুশীলন করছে বরং তারা মনে করছে যে, এটি প্রচলিত পদ্ধতির আধুনিক রূপ ফলে তাদের নিজস্ব প্রেষণাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর প্রকল্পধীন ৫০টি বিদ্যালয়ে অনেক আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং যার ফলে প্রকল্পভুক্ত উপজেলার অন্যান্য স্কুলও এসকল পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে।

আপনার নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- আপনার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কি শিক্ষার্থীকেন্দ্রীক শিখণের ধারণা পেতে, এবং তা চর্চা করতে সহায়তা করে?
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা কী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিখন চাহিদা ও সামর্থ্য (বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গত ধারণা, যেমন- দৃষ্টিগত, শ্রবণগত এবং শারীরিক, ব্যক্তিগত মনোযোগ, দলগঠন, ইত্যাদি) বিবেচনায় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিখন পদ্ধতি নির্ধারণ করার এবং এসব পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য নানামুখি পন্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার সুযোগ পান?
- শ্রেণিকক্ষের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও উপকরণ উন্নয়ন এবং অভিযোজনের জন্য প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকরা যথেষ্ট সুযোগ পান কী?

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের উপস্থিতির সঙ্গে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এ দুটো বিষয়বস্তুকে সমন্বিত করে চ্যালেঞ্জ ও এডভোকেসি বার্তা চিহ্নিত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

চ্যালেঞ্জ ৩: "অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক বিষয়ের আধিক্য এবং শিক্ষাক্রমের কাঠামো সনাতনী শিক্ষককেন্দ্রিক, একমুখী ও মুখস্থ নির্ভর শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে।" এই চ্যালেঞ্জসংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হলো:

এডভোকেসি বার্তা (ঙ): শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক তথ্যের ভার কমিয়ে হাতে-কলমে শেখা, পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা সমাধানমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করে শিক্ষাক্রমটিকে অধিক মাত্রায় ব্যবহারিক করা।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক বিষয়ের আধিক্য থাকলে তা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিষয়ের বোধগম্যতা অর্জনের পরিবর্তে মুখস্থ করার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে শিক্ষাক্রমে হাতে কলমে শেখা, পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা সমাধানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করলে তা শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করে, দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং নিজের পারদর্শিতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। কাজেই শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ শিক্ষাক্রমটির প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকগণকে প্রস্তুতের সময় যেন এটি নিশ্চিত করেন যে তাদের অনুসৃত শিখন শেখানো কার্যক্রম শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, বাস্তবসম্মত, অংশগ্রহণমূলক, সহযোগিতামূলক ও সমস্যা সমাধান কেন্দ্রিক হয়।

এডভোকেসি বার্তা চ: শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক/চর্চামূলক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান দিলেই চলবে না। এ বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক/চর্চামূলক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি। যেমন, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা যদি একীভূত শিখন-শেখানো কার্যক্রম হাতে কলমে চর্চা করতে না পারে তবে এ বিষয়ে তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকার পরেও অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা তৈরি হবে না, ফলস্বরূপ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োগ সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করা নাও যেতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ৪: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের অধীন প্র্যাক্টিকাম কার্যক্রমে একীভূত শিক্ষা দর্শন ও অনুশীলন সংক্রান্ত তথ্য ও নির্দেশনার অভাব এবং এ কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত বিদ্যালয়ে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের অভাব।" এই চ্যালেঞ্জসংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হলো :

এডভোকেসি বার্তা ছ: শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের অধীন প্র্যাক্টিকাম সংক্রান্ত নির্ধারিত কার্যক্রমের মধ্যে একীভূত শিক্ষা দর্শন এবং এর অনুশীলনের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

প্র্যাক্টিকাম কার্যক্রম চর্চার জন্য প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ যে বিদ্যালয়ে গমন করে সেটি যদি একীভূত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি এবং চর্চার জন্য সহায়ক না হয় তবে এ অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষার জন্য সঠিকভাবে তৈরি করবে না। কাজেই প্র্যাক্টিকাম কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত বিদ্যালয়ে সার্বিকভাবে একীভূত শিখনবান্ধব সার্বিক পরিবেশকে এমনভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন যাতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ চলাকালে একটি মডেল একীভূত বিদ্যালয়ের ধারণা লাভ করে যেতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ৫: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষার ধারণাকে বিবেচনায় রেখে উপকরণের প্রস্তুতি ও ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশনা অনুপস্থিত"

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:
সার্বিকভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণত শিখন-শেখানো উপকরণের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হয় সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দেশের প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, পাঠের সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় (আহসান, ২০১৩; আহসান ও অন্যান্য, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫; মুনীর ও ইসলাম, ২০০৫; হক ও ইসলাম, ২০০৫) দেখা যায় উপকরণ এবং সম্পদের স্বল্পতা একীভূত

শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রস্তুতির একটি সাধারণ অন্তরায়। বিদ্যমান উপকরণ অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক নয় এবং একীভূত শিক্ষার মূল্যবোধকে ধারণ করে না। একীভূত শিক্ষা বিষয়ে সম্পাদিত সম্প্রতি আরেকটি গবেষণায় (আহসান ও অন্যান্য, ২০১৪) দেখা যায় যে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রেও একই শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের বিষয় সম্পর্কে কোনো রূপ ধারণা দেওয়া হয় না।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকরণের মাধ্যমে (যেমনঃ পাঠ্যবই) শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে (প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ সমতা, ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রভৃতি) পরিচিত করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাঠের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা সঠিক না হওয়ায় তা শিক্ষার্থীদের মাঝে ভ্রান্ত ধারণা এবং প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে ধারণা দিতে গিয়ে তা শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যাকে পরিচিত করা হয়েছে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতার ধরনগুলো নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক আচরণ চর্চা করে।

শ্রেণিতে একীভূত শিখনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মাল্টিসেনসরি শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার একটি অপরিহার্য উপাদান। অথচ অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মাল্টিসেনসরি শিক্ষা উপকরণ সংক্রান্ত কোনো ধারণা প্রদান করা হয় না, এমনকি সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় (আহসান ও অন্যান্য, ২০১৪) দেখা গেছে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ না জেনেই মাল্টিসেনসরি শিক্ষা উপকরণ তৈরি করছেন অথচ সঠিক ব্যবহার করতে পারছেন না।

আপনার প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- সাধারণভাবে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ কী শিখন ও শিখনে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপকরণ ব্যবহার করছে? সেখানে কী সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে?
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ কী একীভূত শিক্ষার বিষয়বস্তুর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় ?
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কী শিক্ষাক্রম ও উপকরণের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে?
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণগুলো কী শুধু প্রতিবন্ধিতা বা বিশেষ চাহিদার ওপর গুরুত্ব দেয়?
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ কী নিচের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করে যেমন-
  ১. বিভিন্ন বয়সের শিশুর শিক্ষাদান,
  ২. একটি বৃহৎ শ্রেণিতে সকল শিশুর শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
  ৩. শিখন পদ্ধতি থেকে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ এবং
  ৪. বহুভাষার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদান

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিষয় সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জের এডভোকেসি বার্তা নিম্নরূপ:

চ্যালেঞ্জ ৫: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমসমূহে একীভূত শিক্ষার ধারণাকে বিবেচনায় রেখে উপকরণের প্রস্তুতি ও ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশনা অনুপস্থিত।" এই চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হল:

এডভোকেসি বার্তা (জ): শিক্ষক-প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার ধারণা ও অনুশীলনকে শক্তিশালী করার জন্য যথাযথ উপকরণ তথা শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতি ও ব্যবহারের নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে একীভূত শিখন-বান্ধব শিক্ষা উপকরণ তৈরির হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও ধারণা প্রদান করা জরুরি। এই ধারণা প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মবিশ্বাস তৈরিতে সহায়তা করে।

এডভোকেসি বার্তা (ঝ): শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে একীভূত শিক্ষা বান্ধব উপকরণ তৈরির বিষয়ে যথাযথ ধারণা প্রদান এবং তা যাতে সকল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে সহজলভ্য, প্রবেশগম্য ও দেশের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে প্রস্তুত করা হয় তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি একীভূত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না পান তবে তারা সঠিকভাবে উপকরণগুলো তৈরি করতে সক্ষম হবেন না, ফলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ একীভূত শিখনবান্ধব শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পেতে পারেন। আবার উপকরণগুলো যদি দুষ্প্রাপ্য ও দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে প্রস্তুত না হয় তবে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ তা প্রশিক্ষণ শেষে নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগে আগ্রহী হবেন না।

এডভোকেসি বার্তা (ঞ): শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ যাতে কোনোভাবেই শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে (প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ সমতা, ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রভৃতি) অস্বীকার/অবহেলা বা বৈষম্য না করে এবং সকলে চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পাঠের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ যদি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যের চাহিদাকে সঠিকভাবে পূরণে সক্ষম না হয় তবে তা একীভূত শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরির বদলে বৈষম্যমূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারে। এজন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে (প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ সমতা, ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রভৃতি) বিবেচনায় রেখে মাল্টিসেনসরি শিক্ষা উপকরণ ধারণা ও দক্ষতা জোরদার করা প্রয়োজন।

চ্যালেঞ্জ ৬: "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের পেশাগত মত বিনিময়ের সুযোগ প্রদান করে না"

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে সুক্ষ্ম চিন্তা করতে, প্রশ্ন করতে এবং সত্যিকার অর্থে প্রতিফলনমূলক হতে উৎসাহিত করে না, তা সুক্ষ্ম চিন্তক, নমনীয় এবং আত্ম-সচেতন শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে দুর্বলভাবে তৈরি করে। কাজেই সঠিক প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের গঠনমূলক চিন্তা, সমস্যা সমাধানমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর খোঁজা এবং দলীয় মতবিনিময় কার্যক্রমের চর্চা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত মত বিনিময়ের সুযোগ নেই বললেই চলে। তবে ডিপি.এড প্রোগ্রাম এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বি.এড প্রোগ্রামে রিফ্লেকটিভ জার্নাল, পেশাগত দল প্রস্তুতি, ফলাবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে পেশাগত মত বিনিময়ের চর্চা করার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

এডভোকেসি শুরু করার আগে আপনি নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সহায়তা করতে পারেন

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা কী নিজেদের প্রতিফলী চর্চা ও কর্ম-গবেষণা করার সুযোগ এবং সহায়তা পান?
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সংযুক্ত বিদ্যালয়গুলোর প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষণ দক্ষতা অর্জনের জন্য সমন্বয় ও সহযোগিতা আছে কী?

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিষয় সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জের এডভোকেসি বার্তা নিম্নরূপ:

চ্যালেঞ্জ ৬: "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের পেশাগত মত বিনিময়ের সুযোগ প্রদান করে না।" এই চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হলো:

এডভোকেসি বার্তা (ট): প্রাক-চাকুরিকালীন ও চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ যাতে রিফ্লেক্টিভ জার্নাল, পেশাগত ভাববিনিময়ের দল গঠন, সমস্যা সমাধানমূলক পরামর্শক দল গঠন প্রভৃতি চর্চার মাধ্যমে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে পেশাগত মত বিনিময়ের সুযোগ পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের পেশাগত মত বিনিময়ের সুযোগ প্রদান করা হলে তা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে, সমস্যা সমাধানের কৌশল বের করতে সহযোগিতা করে এবং চাহিদা অনুযায়ী চর্চার পরিমার্জন সম্পর্কে ধারণা লাভে সহযোগিতা করে। ফলশ্রুতিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ অধিকমাত্রায় একীভূত শিখনবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে ওঠেন।

চ্যালেঞ্জ ৭: "অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহ লিখিত পরীক্ষা নির্ভর সামষ্টিক মূল্যায়নকে চর্চা করে যা প্রশিক্ষণার্থীদের শিখনের সার্বিক মূল্যায়নে অসামর্থ্য"

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু সফল হলো তা মূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা পরিমাপ করা হয়। শিখনের মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রক্রিয়াটি যদি সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে করা হয় সেখানে শিখন প্রক্রিয়ার অংশিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়- যা একীভূত শিক্ষার জন্য সহায়ক নয়। এর পরিবর্তে যদি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের অব্যহত গাঠনিক মূল্যায়ন করা হয়, অর্থাৎ যে মূল্যায়ন চলমান (যা বছর শেষে শুধু একটি পরীক্ষার আয়োজন নয়) তবে তা অতিমাত্রায় পরীক্ষানির্ভর হয় না এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা ও শিখনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে। এটি একীভূত শিক্ষাবান্ধব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত প্রচলিত বিভিন্ন একাডেমিক কোর্স ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন ব্যবস্থা সামষ্টিক, যা লিখিত পরীক্ষা ভিত্তিক ও মুখস্থ নির্ভরতাকে প্রাধান্য দেয়। কিছু কিছু শিক্ষাক্রমে সাক্ষাৎকারভিত্তিক মৌখিক পরীক্ষা ও অ্যাসাইনমেন্টের প্রচলন থাকলেও তার নম্বরভিত্তিক মান অতি নগন্য।

উদাহরণ (ক): "দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী, তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না" (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১০, পৃ: ৫৬)।

আপনার প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কী আনুষ্ঠানিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি চলমান এবং গাঠনিক মূল্যায়ন সমর্থন ও চর্চা করে?
- মূল্যায়ন ব্যবস্থা কী বিভিন্ন ধরনের শিশুর বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রেখে সাজানো হয়েছে?
- মূল্যায়ন ব্যবস্থা কী লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের পরিবর্তনকে পরিমাপ করার বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সাজানো হয়েছে?

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিষয় সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জের এডভোকেসি বার্তা নিম্নরূপ:

চ্যালেঞ্জ ৭: "অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহ লিখিত পরীক্ষা নির্ভর সামষ্টিক মূল্যায়নকে চর্চা করে যা প্রশিক্ষণার্থীদের শিখনের সার্বিক মূল্যায়নে অসামর্থ্য।" এই চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হলো:

এডভোকেসি বার্তা (ঠ): শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিমার্জন করা প্রয়োজন যাতে করে তা প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানমূলক, দক্ষতা/প্রয়োগমূলক, দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নমূলক এবং ধারণা উন্নয়নমূলক শিখনকে গাঠনিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারে।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের শিখনকে সহযোগিতা করা, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ নয়। এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে প্রচলিত লিখিত পরীক্ষা নির্ভর সামষ্টিক মূল্যায়নের চর্চাকে পরিবর্তন করে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানমূলক, দক্ষতা/প্রয়োগমূলক, দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নমূলক এবং ধারণা উন্নয়নমূলক শিখন পর্যালোচনার জন্য গাঠনিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের সময় শুধু এই ধরনের পরিমার্জিত মূল্যায়নের ধারণা প্রদান করলেই চলবে না বরং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অনুসৃত মূল্যায়ন ব্যবস্থাতেও একই ধরনের গাঠনিক মূল্যায়নের চর্চা থাকা প্রয়োজন।

চ্যালেঞ্জ ৮: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষকগণের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব এবং এ কার্যক্রমে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষাণার্থীর তুলনায় প্রশিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অর্থ বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা"

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সম্পদের অপ্রতুলতা একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় (আহসান, ২০১৩; আহসান ও অন্যান্য, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫) পরিলক্ষিত হয়েছে যে, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষাবান্ধব শিক্ষা উপকরণ, সহায়ক উপকরণ, বিভিন্ন সম্পূরক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাব প্রতীয়মান, যা শিক্ষকদের একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাঁধা হিসাবে কাজ করছে।

অনেকক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক ধারণার অভাবের কারণে বিদ্যমান বস্তুগত সম্পদ, মানব সম্পদ ও সুযোগের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

বাংলদেশের উদাহরণ
মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টিতে শিক্ষাক্রম: বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ

বাংলাদেশে বাংলা ভাষাভাষী ছাড়াও বেশ কয়েকটি অঞ্চলে মাতৃভাষা বাংলা নয় এমন কয়েকটি জাতিসত্তা রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি এবং বর্তমান শিক্ষাক্রমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারের কথা বর্ণিত রয়েছে। বিষয়টি আগে অবহেলিত থাকলেও বর্তমানে সরকার ২০১৪ সাল থেকে বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের জনসংখ্যা আর ভাষাগত দিক থেকে বৃহত্তম ৫টি নৃ গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে কাজ শুরু করে, এগুলো হলো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো এবং উত্তরবঙ্গে বসবাসরত সাদ্রী। এখানে এসকল ভাষাভাষী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগদানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ জন্য এসকল জনগোষ্ঠীর শিক্ষকদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়।

প্রথমেই শুরু হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ যেমন: মূল পাঠ্য বই, গল্পের বই, ছড়ার বই, লেখার খাতা, বর্ণমালার চার্ট, ফ্ল্যাশ কার্ড প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। এখানে এ সকল উপকরণসমূহকে উল্লিখিত গোষ্ঠীদের ভাষায় সরাসরি অনুবাদ না করে বরং তাদের উপযোগী করে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম চলছে। উদাহরণস্বরপ: 'ভোর হলো দোর খোল' ছড়াটি সরাসরি চাকমা ভাষায় অনুবাদ না করে চাকমা সমাজে প্রচলিত এ সংক্রান্ত ছড়ার মাধ্যমে শেখানোর প্রয়াস হাতে নেওয়া হয়েছে। একই সাথে অন্যান্য বিষয়গুলো একইভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, পাশাপাশি শিক্ষক নির্দেশিকার কাজও সমাপ্তির পথে। পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা হচ্ছে এ সকল নতুন রচিত উপকরণের সাথে স্থানীয় শিক্ষকদের পরিচিত করণের লক্ষ্যে ১৫ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা। সরকারেরর পরিকল্পনা হচ্ছে ২০১৬ সালের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পুরোপুরিভাবে চালু করা। এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং ৩য় শ্রেণি থেকে মাতৃভাষার সাথে বাংলাভাষার সেতুবন্ধন (ব্রিজিং) কার্যক্রম চলবে এবং ৪র্থ শ্রেণি থেকে সকল শিশুর শিক্ষা লাভের বিষয় হবে বাংলা। প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান শিক্ষাক্রমে বর্ণিত উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিষয় সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জের এডভোকেসি বার্তা নিম্নরূপ:

চ্যালেঞ্জ ৮: "শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষকগণের একীভূত শিক্ষা বিষয়ক যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব এবং এ কার্যক্রমে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষাণার্থীর তুলনায় প্রশিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অর্থ বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা।" এই চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হলো:

এডভোকেসি বার্তা (ড): শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষকগণকে একীভূত শিক্ষা বিষয়ক এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন যাতে করে তাদের নিকট বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়, দৃষ্টিভঙ্গি অনুকূল হয় এবং একীভূত শিক্ষাবান্ধব কৌশলকে হাতে-কলমে প্রয়োগ করার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে প্রস্তুত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ। কাজেই একীভূত শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষকগণের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তাদের জন্য একীভূত শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরি, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্পর্কে পরিপূর্ণ বাস্তবসম্মত ধারণা প্রদান প্রয়োজন, যাতে তারা সঠিকভাবে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষকগণকে এমনভাবে বড় শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে যাতে করে তারা সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল চর্চার মাধ্যমে বড় শ্রেণি সংখ্যাকে বোঝা হিসেবে না দেখে সবলতা হিসেবে দেখে। একইসাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের আন্তঃবিভাগীয় এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদের সহযোগিতামূলক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র তৈরি করা প্রয়োজন।

চ্যালেঞ্জ ৯: শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানসমূহে চলমান শিক্ষক শিখন কার্যক্রমকে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসক (উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ইন্সট্রাক্টর) এবং প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন না

পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হলে বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বিত অংশগ্রহণ অতি জরুরি। সাম্প্রতিক গবেষণায় (আহসান ও অন্যান্য, ২০১২, ২০১৩) দেখা যায় প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের শ্রেণি কার্যক্রমের সুপারভিশনের মূল দায়িত্বে রয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কর্মকর্তাগণের শিক্ষা বিষয়ক কোনো একাডেমিক ডিগ্রি না থাকায় তারা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ও মূল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নতুন ধারণা চর্চা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন না। বিদ্যমান বস্তুগত সম্পদ, মানবসম্পদ এবং সুযোগের সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সাথে শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

চ্যালেঞ্জ ৯: শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানসমূহে চলমান শিক্ষক শিখন কার্যক্রমকে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসক (উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ইন্সট্রাক্টর) এবং প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন না। এই চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট এডভোকেসি বার্তা হলোঃ

এডভোকেসি বার্তা (ঢ): শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক ও প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা প্রয়োজন যাতে করে তারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকে এবং যৌথভাবে একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণকে পরিচালনা করতে পারে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক ও প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন জারি করা জরুরি। এই সহযোগিতা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক ও প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত একটি ধারণাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সহযোগিতামূলক দল গঠন করতে হবে, যাতে করে তারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহযোগিতা করতে পারে।

পরিশিষ্ট

আমরা আলোচিত সমস্যাগুলোয় উল্লিখিত প্রতিটি এডভোকেসি বার্তার সম্ভাব্য লক্ষ্যজন এই সারণিতে প্রস্তাব করেছি। আপনার জন্যও এখানে একটি জায়গা থাকছে, যেখানে আপনার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কোন পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে এই সমস্ত এডভোকেসি বার্তাকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যজনের কাছে পৌঁছে দিতে চান সে সম্পর্কিত ভাবনাগুলোকে যুক্ত করতে পারবেন।

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
এডভোকেসি বার্তা (ক) সকল পর্যায় ও স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে সমান গুরুত্ব সহকারে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি সংযোজন।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক শিক্ষার নীতিমালা, কর্মসূচি এবং বাজেট প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করেন। • প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানগণ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। • প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ।	
এডভোকেসি বার্তা (খ) শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন অংশে একীভূত শিক্ষা দর্শন ও অনুশীলনের যৌক্তিক উপস্থাপন।	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। • প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক।	
এডভোকেসি বার্তা (গ) একীভূত শিখন বান্ধব শিক্ষক প্রশিক্ষণ	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক শিক্ষার নীতিমালা, কর্মসূচি এবং বাজেট প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করেন।	

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
শিক্ষাক্রমে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারিভাবে তথা জাতীয়ভাবে শিক্ষাক্রমের একটি মান ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা।	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। • প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। • একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ।	
এডভোকেসি বার্তা (ঘ) শিশুদের বিশেষ চাহিদাকে মানব বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য শিক্ষকেদের প্রস্তুত করা।	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। • প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। • একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ।	
এডভোকেসি বার্তা (ঙ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক তথ্যসমূহের ভার কমিয়ে হাতে কলমে শেখা, পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা সমাধানমূলক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করে শিক্ষাক্রমটিকে অধিক মাত্রায় ব্যবহারিক করা।	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। • পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। • প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। • একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ।	
এডভোকেসি বার্তা (চ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক/চর্চামূলক শিখনের সুযোগ সৃষ্টি।	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। • পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা	

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
	প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। ● প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। ● একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ।	
এডভোকেসি বার্তা (ছ): শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের অধীন প্র্যাক্টিকাম সংক্রান্ত নির্ধারিত কার্যক্রম সমূহের মধ্যে একীভূত শিক্ষা দর্শন ও এর অনুশীলনের বিষয়টি নিশ্চিত করা।	● প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি এবং বাজেট প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করেন। ● প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। ● শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। ● পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। ● শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। ● প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। ● একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ। ● শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এনজিও যারা শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে।	
এডভোকেসি বার্তা (জ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার ধারণা ও অনুশীলনকে শক্তিশালী করার জন্য যথাযথ উপকরণ তথা শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতি ও ব্যবহারের নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।	● প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। ● শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। ● পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। ● শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। ● প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। ● একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ। ● শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এনজিও যারা শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে।	
এডভোকেসি বার্তা (ঝ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে একীভূত শিক্ষা বান্ধব উপকরণ তৈরির বিষয়ে যথাযথ ধারণা প্রদান এবং তা	● প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। ● শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। ● পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। ● শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা	

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
যাতে সকল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে সহজলভ্য, প্রবেশগম্য ও দেশের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে প্রস্তুত করা হয় তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।	প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। ● প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। ● একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ। ● শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এনজিও যারা শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে।	
এডভোকেসি বার্তা (ঞ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকরণ যাতে কোনোভাবেই শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যকে (প্রতিবন্ধিতা, লিঙ্গ সমতা, ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রভৃতি) অস্বীকার/অবহেলা বা বৈষম্য না করে এবং সকলে চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পাঠের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।	● প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। ● শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ । ● পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। ● শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। ● প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকবৃন্দ। ● একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ। ● শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এনজিও যারা শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে।	
এডভোকেসি বার্তা (ট) প্রাক-চাকুরিকালীন ও চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ যাতে রিফ্লেক্টিভ জার্নাল, পেশাগত ভাববিনিময়ের দল গঠন, সমস্যা সমাধানমূলক পরামর্শক দল গঠণ প্রভৃতি চর্চার মাধ্যমে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে পেশাগত মত বিনিময়ের সুযোগ পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।	● প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। ● শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। ● পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। ● শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। ● প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। ● একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ।	
এডভোকেসি বার্তা (ঠ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণার্থী	● প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি	

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিমার্জন করা প্রয়োজন যাতে করে তা প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানমূলক, দক্ষতা/প্রয়োগমূলক, দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নমূলক এবং ধারণা উন্নয়নমূলক শিখনকে গাঠনিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারে।	প্রণয়ন,তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। • পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। • স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। • প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। • একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ। • শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এনজিও।	
<u>এডভোকেসি বার্তা (ড)</u> শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষকগণকে একীভূত শিক্ষা বিষয়ক এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন যাতে করে তাদের নিকট বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়, দৃষ্টিভঙ্গি অনুকূল হয় এবং একীভূত শিক্ষাবান্ধব কৌশলসমূহকে হাতেকলমে প্রয়োগ করার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ। • পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। • স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। • একীভূত শিক্ষা নিয়ে কর্মরত গবেষকবৃন্দ।	
<u>এডভোকেসি বার্তা (ঢ)</u> শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক ও প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করা প্রয়োজন যাতে করে তারা শিক্ষক	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি এবং বাজেট প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করেন। • প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, এনসিটিবি, নেপ, নায়েম এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতিমালা, কর্মসূচি প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন করেন। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও প্রশিক্ষকগণ । • পরীক্ষণ/প্র্যাক্টিকাম বিদ্যালয়ের প্রধানগণ।	

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকে এবং যৌথভাবে একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণকে পরিচালনা করতে পারে।	• প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ। • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, এ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন। • স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।	

তথ্যপঞ্জি

আহসান ও অন্যান্য (২০১৫), সিচুয়েসন অ্যানালাইসিস অফ এডুকেশন অফ চিলড্রেন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিস ইন বাংলাদেশ. ঢাকা: সাইটসেভারস। (Ahsan, M. T. et al. (2015). Situation Analysis of Education of Children with Disabilities in Bangladesh. Dhaka: Sightsavers.)

আহসান ও অন্যান্য (২০১৫), এ্যান এসেসমেন্ট অফ দি স্ট্যাটাস অফ টিচার এডুকেশন প্রোগ্রাম ইন দি পারসপেক্টিভ অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন ফর দি চিলড্রেন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিস ইন বাংলাদেশ. ঢাকা: একশনএইড বাংলাদেশ (Ahsan, M. T. et al. (2015). An Assessment of the Status of Teacher Education Programme in the Perspective of Inclusive Education for the Children with Disabilities in Bangladesh. Dhaka: ActionAid Bangladesh)

আহসান ও অন্যান্য (২০১৪), প্রি সার্ভিস টিচার'স সেলফ এফিশিয়েন্সি: ইমপ্রুভিং টিচার এফেক্টিভনেস ইন ইনক্লুসিভ ক্লাসরুমস, বাংলাদেশ এডুকেশন জার্নাল, ১৩ (১), ৩৯-৫০। (Ahsan, M. T. (2014). Pre-service teachers' self-efficacy: improving teacher effectiveness in inclusive classrooms. *Bangladesh Education Journal, 13* (1), 39-50)

আহসান ও অন্যান্য (২০১৩), এনশিউরিং রাইট টু এডুকেশন: এ্যান ইন ডেপথ স্টাডি অন সিচুয়েশন অফ আউট অফ স্কুল চিলড্রেন ইন সিলেক্টেড গভর্নমেন্ট প্রাইমারী স্কুলস ইন বাংলাদেশ. ঢাকা: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। (Ahsan M. T. et al. (2013). Ensuring right to education: An in-depth study on situation of out of school children in selected government primary schools in Bangladesh. Dhaka: Plan International Bangladesh)

আহসান ও অন্যান্য (২০১৩), ন্যাশনাল বেসলাইন সার্ভে ফর ডেভেলাপিং এ মডেল অফ ইনক্লুসিভ প্রাইমারী এডুকেশন ইন বাংলাদেশ বেইসড অন সেকেন্ডারি ডাটা. ঢাকা: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। (Ahsan, M. T. (2013). National Baseline Study for "Developing a model of inclusive primary education in Bangladesh project" based on secondary data. Dhaka: Plan Bangladesh)

আহসান, ডেপেলার ও শর্মা (২০১৩), প্রেডিকটিং প্রি-সার্ভিস টিচারস' প্রিপেয়ার্ডনেস ফর ইনক্লুসিভ এডুকেশন: বাংলাদেশী প্রি-সার্ভিস টিচার'স এ্যাটিচ্যুডস এন্ড পারসিভড টিচিং এফিকেসি ফর ইনক্লুসিভ এডুকেশন. ক্যামব্রিজ জার্নাল অফ এডুকেশন ৪৩ (৪), ৫১৭-৫৩৫। (Ahsan, M. T., Deppeler, J., & Sharma, U. (2013). Predicting pre-service teachers' preparedness for inclusive education: Bangladeshi pre-service teachers' attitudes and perceived teaching-efficacy for inclusive education. *Cambridge Journal of Education*, *43* (4), 517-535)

আহসান, শর্মা ও ডেপেলার (২০১২),এক্সপ্লোরিং প্রি-সার্ভিস টিচারস' পারসিভড টিচিং এফিকেসি, এ্যাটিচ্যুডস এন্ড কনসার্ন এ্যাবাউট ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইন বাংলাদেশ. ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ হোল স্কুলিং, ৮ (২), ১-২০। (Ahsan, M. T., Sharma, U., Deppeler, J. (2012). Exploring pre-service teachers' perceived teaching-efficacy, attitudes and concerns about inclusive education in Bangladesh.*International Journal of Whole Schooling*, 8 (2), 1-20)

আহসান, শর্মা ও ডেপেলার (২০১২), চ্যালেঞ্জেস টু প্রিপেয়ার প্রি-সার্ভিস টিচারস ফর ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: বিলিফস অফ হায়ার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনাল হেডস. এশিয়া প্যাসিফিক জার্নাল অফ এডুকেশন (এপিজেই), ৩২ (২); ১-১৭। (Ahsan, M. T., Sharma, U., Deppeler, J. (2012) Challenges to prepare pre-service teachers for inclusive education in Bangladesh: beliefs of higher educational institutional heads. *Asia Pacific Journal of Education (APJE)*, 32 (2); 1-17)

আহসান, শর্মা ও ডেপেলার (২০১১), বিলিফস অফ প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনাল হেডস এবাউট ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইন বাংলাদেশ. বাংলাদেশ এডুকেশন জার্নাল, ১০ (১), ৯-২৯। (Ahsan, M. T., Sharma, U., Deppeler, J. (2011). Beliefs of pre-service teacher education institutional heads about inclusive education in Bangladesh. *Bangladesh Education Journal*, 10 (1), 9-29)

ফোরলিন (২০১০), রিফরমিং টিচার এডুকেশন ফর ইনক্লুশন. ইন টিচার এডুকেশন ফর ইনক্লুশন চেঞ্জিং প্যারাডাইমস এন্ড ইনোভেটিভ এ্যাপ্রোচেস, এডিটেড সি. ফোরলিন. অক্সন: রুটলেজ টেইলর এন্ড ফ্রান্সিস। (Forlin, C. (2010). Reforming teacher education for inclusion. In *Teacher education for inclusion: Changing paradigms and innovative approaches*, ed. C. Forlin. Oxon: Rutledge Tailor and Francis)

ফোরলিন (২০০৮), এডুকেশন রিফরম ফর ইনক্লুশন ইন দি এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন এডুকেশন: হেয়াট এ্যাবাউট টিচার এডুকেশন. ইন রিফরম, ইনক্লুশন এন্ড টিচার এডুকেশন, এডিটেড সি. ফোরলিন এন্ড এম জি জে লিয়ান. . অক্সন: রুটলেজ টেইলর এন্ড ফ্রান্সিস। (Forlin, C. (2008). Education reform for inclusion in the Asia-Pacific region: What about teacher education. In *Reform, inclusion and teacher education*, ed. C. Forlin & M.-G. J. Lian. Oxon: Rutledge Tailor and Francis)

মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন (২০১০), দি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০১০. ঢাকা: গর্ভনমেন্ট অফ বাংলাদেশ। (Ministry of Education. (2010). *The national education policy 2010*. Dhaka: Government of Bangladesh)

মুনির ও ইসলাম, (২০০৫). এ্যানালাইসিস এন্ড মডিফিকেশন অফ দি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন, কারিকুলাম অফ দি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইনকর্পোরেটিং কম্পোনেন্টস অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন, ঢাকা: ইউনেস্কো, বাংলাদেশ। (Munir, S. Z., & Islam, M. R. (2005). *Analysis and modification of the certificate in education curriculum of the primary training institute incorporating components of inclusive education*. Dhaka: UNESCO, Bangladesh)

হক ও ইসলাম, (২০০৫). টিচার মোটিভেশন এন্ড ইনসেন্টিভস ইন বাংলাদেশ, ঢাকা। (Haq, M. N., & Islam, M. S. (2005). *Teacher motivation and incentives in Bangladesh, Dhaka)*

শর্মা, (২০১১). টিচিং ইন ইনক্লুসিভ ক্লাসরুমস: চেঞ্জিং হার্ট, হেড এন্ড হ্যান্ড. বাংলাদেশ এডুকেশন জার্নাল, ১০ (২), ৭-১৮। (Sharma, U. (2011). Teaching in inclusive classrooms: Changing heart, head, and hand. *Bangladesh Education Journal, 10*(2), 7-18)

শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার ৩টি এডভোকেসি গাইড সমষ্টি

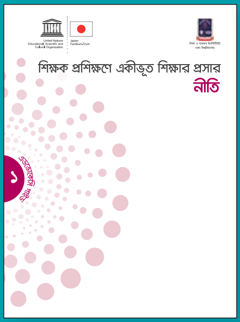

GW‡f‡Kwm MvBW 1: ÔbxwZÕ - G MvBWwU‡Z GKxfZ wk¶vi eZgvb bxwZgvjv Ges wk¶v e¨e¯'vi wewfbœ chv‡q (†hgb gšYvjq, wk¶K-wk¶v cwZôvb Ges ¯‹zj chv‡q) bxwZgvjvi AmvgÄm¨Zv, AcwicYZv Ges Abcw¯'wZ msµvšÍ P¨v‡jÄ m¤ú‡K Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q| GQvov we`¨gvb †c¶vc‡U P¨v‡jÄ chv‡jvPbv K‡i Zvi wfwË‡Z GW‡f‡Kwmi gva¨‡g cwieZb/ms‡hvR‡bi †KŠkj m¤ú‡K aviYv †`Iqv n‡q‡Q| GB MvBWwUi gva¨‡g bxwZ-wbaviK, wk¶K cwk¶K Ges wk¶K cwk¶‡Yi GKxfZ wk¶vi cmvi NUv‡bvi Rb¨ GW‡f‡Kwm K‡i Kw•¶Z cwieZb Avb‡Z fwgKv ivL‡Z cv‡ib|

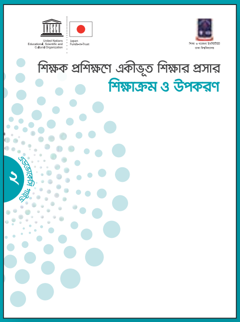

GW‡f‡Kwm MvBW 2: Ôwk¶vµg I DcKiYÕ - G MvBWwU‡Z wk¶K cwk¶Y Kvhµ‡g e¨eüZ wk¶vµg I DcKi‡Yi cvi¯úwiK wbwео m¤ú‡Ki K_v we‡ePbv K‡i welq `‡U‡K GKxfZ wk¶vi †c¶vc‡U mgwšZfv‡e Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| MvBWwU‡Z GKxfZ wk¶vi Av‡jv‡K wk¶K cwk¶Y Kvhµ‡g e¨eüZ wk¶vµg I DcKi‡Yi we`¨gvb P¨v‡jÄ m¤ú‡K Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q Ges Zvi wfwË‡Z GW‡f‡Kwmi gva¨‡g cwieZb/ms‡hvR‡bi †KŠkj m¤ú‡K aviYv †`qv n‡q‡Q| GB MvBWwUi gva¨‡g bxwZ-wbaviK, wk¶K cwk¶K Ges wk¶Ke›` wk¶K cwk¶‡Yi wk¶vµg I DcKi‡Yi GKxfZ wk¶vi cmvi NUv‡bvi Rb¨ Kw•¶Z cwieZb Avb‡Z fwgKv ivL‡Z cv‡ib|

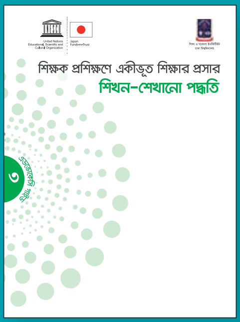

GW‡f‡Kwm MvBW 3: ÔwkLb-†kLv‡bv c×wZÕ GKxfZ wk¶vµg I GKxfZ wkLb-†kLv‡bv c×wZ mivmwi m¤úúKh³ Ges GKwU AciwUi cwZ wbfikxj| wk¶vµ‡g wk¶vi mvgwMK KvVv‡gv cwZdwjZ nq| mZivs GKxfZ wk¶vµ‡g wk¶vi mvgwMK KvVv‡gv GKxfZ Kivi wb‡`kbv _v‡K hvi mv‡_ GKxfZ wkLb-†kLv‡bv c×wZ mswkó| MvBWwU‡Z GKxfZ wk¶vi Av‡jv‡K wkLb-†kLv‡bv c×wZ m¤ú‡K we`¨gvb P¨v‡jÄ m¤ú‡K `wócvZ Kiv n‡q‡Q Ges Zvi wfwË‡Z GW‡f‡Kwmi gva¨‡g cwieZb/ms‡hvR‡bi †KŠkj m¤ú‡K aviYv †`qv n‡q‡Q| GB MvBWwUi gva¨‡g bxwZ-wbaviK, wk¶K cwk¶K Ges wk¶Ke›` wk¶K cwk¶‡Yi wkLb †kLv‡bv c×wZ‡Z GKxfZ wk¶vi cmvi NUv‡bvi Rb¨ Kw•¶Z cwieZb Avb‡Z fwgKv ivL‡Z cv‡ib|

AvBGmweGb: 978-984-33-9309-8 (gw`Z ms¯'iY)
AvBGmweGb: 978-984-33-9310-4 (B‡jKUwbK ms¯'iY)

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

BD‡b‡¯‹v XvKv
evox bs 122,moK bs 1, eK Gd,
ebvbx, XvKv -1213, evsjv‡`k|
B †gBj: dhaka@unesco.org
†dvb: +8802-9873210
9862073, 9871695
d¨v·: +8802-9871150

wk¶v I M‡elYv Bbw÷wUDU
XvKv wekwe`¨vjq, XvKv-1000
†dvb: +8802-9661920-73 (G´U: 8200)